গণিকা সন্তানদের শিক্ষা, দুর্বার (NGO)-এর মাধ্যমে ঃ সোনাগাছি অঞ্চলের গণিকা সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি গবেষণা।

Name : ANWESHA MONDAL

Roll No. : 001701303015

Registration No. : 128659 of 2014-2015

M.Phil 2nd Year, Department of Sociology
Jadavpur University

Supervisor
DR. DEBASHIS MRIDHA
Department of Education
Jadavpur University

ACKNOWLEDGEMENT

সবার প্রথম আমি ধন্যবাদ জানাব আমার Supervisor Dr. Debashis Mridha sir কে। তিনি আমাকে সাহায্য না করলে আমার এই কাজটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হত না। তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সাহায্য করেছেন আমার এই কাজটি শেষ করার জন্য।

আমি ধন্যবাদ জানাব দুর্বারের সম্পাদক Dr. Smarajit Jana sir কে। যিনি আমাকে সোনাগাছি এলাকাতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন। ওনার সাহায্য ছাড়া সোনাগাছি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত না।

আমি ধন্যবাদ জানাব আমার কয়েকজন সহপাঠীকে, যারা আমাকে এই কাজে খুবই সাহায্য করেছে।

Date :

ANWESHA MONDAL
M.Phil 2nd Year
Department of Sociology
Jadavpur University

LIST OF PICTURES :

No.		Page
3.1.	ভারত - পশ্চিমবঙ্গ	18
3.2.	পশ্চিমবঙ্গ - কলকাতা	18
3.3.	সোনাগাছি এলাকা	19
3.4.	দুর্বার	20

LIST OF TABLES :

No.		Page
3.1.	শিক্ষার্থী ভিত্তিক নমুনাবিন্যাস	20-21
3.2.	লিঙ্গের ভিত্তিতে নমুনা বন্টন	21
3.4.	চলরাশি	23
4.1.	Gender (mean score)	26
4.3.	Caste (mean score)	29
4.5.	Religion (mean score)	31
4.7.	Mother Education (mean score)	33

LIST OF GRAPHS :

No.		Page
3.3.	লিঙ্গের ভিত্তিতে নমুনা বন্টন (Pie Chart)	22
4.2.	Gender	27
4.4.	Caste	29
4.6.	Religion	31
4.8.	Mother Education	33

CONTENTS

		Page
Declaration		
Acknowledgement		
List of Pictures		
List of Tables		
List of Graphs		
Abstract		
Chapter : 1 – ভূমিকা		1-9
1.1.	ভূমিকা	1-3
1.2.	ঐতিহাসিক পেক্ষাপট	4-5
1.3.	সমস্যাটি গবেষণার জন্য ব্যবহারের কারণ	6-7
1.4.	গবেষণার উদ্দেশ্য	7
1.5.	জটিল শব্দের সংঙ্গা প্রদান	8
1.6.	গবেষণার সীমায়িতকরণ	9
Chapter : 2 – সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা		10-17
Chapter : 3 – গবেষণার পদ্ধতি		18-25
3.1.	সমগ্রক	18
3.2.	নমুনা	19-22
3.3.	চলরাশি	22-23
3.4.	গবেষণার নক্সা	24
3.5.	তথ্য সংগ্রহ	25

Chapter : 4 – তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা প্রদান 26-33

Chapter : 5 – আলোচনা 34-45

5.1. প্রাপ্ত ফলাফল 34-41

5.2. আলোচনা 41-42

5.3. উপসংহার 43-44

5.4. ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ 44

5.5. গবেষণার সীমাবদ্ধতা 45

Bibliography 46-48

Appendix 49-50

.

Chapter : 1

ভূমিকা

1.1. ভূমিকা

1.2. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

1.3. সমস্যাটি গবেষণার জন্য ব্যবহারের কারণ

1.4. গবেষণার উদ্দেশ্য

1.5. জটিল শব্দের সংজ্ঞা প্রদান

1.6. গবেষণার সীমায়িতকরণ

1.1 ভূমিকা ঃ

পৃথিবী তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে জীবিকা অর্জন করে। যদি সমস্ত জীবিকা সম্পর্কে আমরা সন্ধান করি তাহলে দেখতে পাব এমন অনেক জীবিকা সমাজে বর্তমান যা গ্রহণযোগ্য নয়। যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠে আসে। যারা এই সমস্ত পেশার সাথে যুক্ত তারা সমাজে অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত এমনকি সমাজ থেকে বহিস্কৃত। সমাজের মানুষ তাদের মেনে নেয় না। এই রকম একটি পেশা হল যৌন ব্যবসা বা দেহ ব্যবসা। যারা এই পেশায় নিযুক্ত তাদের বলা হয় পতিতা নারী যা prostitute। এছাড়াও আমরা এদের আরো অনেক নামে জানি। যেমন, call girl, escort ইত্যাদি। সারা বিশ্বে 42 million নারী এই পেশায় নিযুক্ত।

বর্তমান দিনে সমাজের উন্নতি ঘটলেও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে উন্নতি আজও ঘটেনি। আমরা সমাজের উন্নত, আলোকিত দিক নিয়েই চর্চা করে থাকি কিন্তু সমাজের অন্ধকারময় দিকটি নিয়ে কোনো চর্চা করি না। এরকমই একটি অন্ধকারময় দিকে আজও নিমজ্জিত পতিতা নারীরা। যে দিকটি অতি ভয়ঙ্কর। যে মা দুর্গাকে নিয়ে ঘটা করে পূজো করা হয়, যাকে নারী শক্তির উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই নারীদের অবস্থা এই অন্ধকারময় সমাজে সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাদের জগৎ নিজস্ব, সেখানে ক্ষমতা, পরিধি, অধিকার সবই সীমিত। এই নারীরা তাদের শেষ সম্বল অর্থাৎ তাদের আত্ম মর্যাদা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে পরিস্থিতির চাপে। সমাজের সাধারণ মানুষ এদের ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ ঘটনাচক্রে এরা সবাই কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের চক্রান্ত বা অসৎ উদ্দেশ্যের স্বীকার। যার ফলভোগ করতে হয় এদের। সারা জীবনটা তাদের এইভাবেই কাটাতে হয়। তাদের কাছে আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

এরাও হয়ত একদিন সাধারণ আর পাঁচটার মেয়ের মতই স্বপ্ন দেখত, সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাইত কিন্তু পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে তারা এমন জায়গায় এসে পড়ে যে তারা তাদের স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এবং সারা জীবন তাদের কলঙ্ক নিয়েই বাঁচতে হয়। কোন ভাবেই তারা আর এই কলঙ্ক মুছে মূল সমাজে ফিরে আসতে পারে না।

কিন্তু নারী শক্তি প্রতিটি মেয়ের মধ্যে বর্তমান। তাই তারা সমাজের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করেই নিজেদের দূর্বলতাকে নিজেদের শক্তিতে পরিবর্তন করেছে এবং সমাজের মানুষদের বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। সমাজ এদের সম্মান দিক বা না দিক এদের মূল ধারার সমাজে মেনে নিক বা না নিক তারা এসবের পরোয়া না করে নিজেদের মত করে নিজেদের সমাজ গড়ে তুলে নিয়েছে। যে সমাজ এদের 'নোংরা' বলে অপমান করে সেই সমাজেরই মানুষ রাতের অন্ধকারে ঐ 'নোংরা' সমাজে গিয়ে তাদের শরীরে সাময়িক আশ্রয় খোঁজে, এবং পরিবর্তে এই নারীরা পায় তার শরীর ও সময়ের মূল্য।

এত গেল এদের জীবনের কথা কিন্তু এরাও যেহেতু রক্ত মাংসের শরীরের মানুষ, সমাজেরই একটা অংশ তাই এদেরও সাধারণ মানুষের মত দরকারি কাজ থাকে, বাজারে যেতে হয়, চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং সেই সবের জন্য তাদের নানান প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। কিন্তু সেখানেও তারা অধিকাংশ সময় অপমানিত হয়। কোনো সুযোগ-সুবিধা তারা পায় না। না পায় শিক্ষা না চিকিৎসা। যার ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছায় নি। তাদের নানান রোগে ভুগতে হয়। বর্তমানে সরকার এদের সামান্য সাহায্য করলেও তা যথেষ্ট নয়। এইসব পতিতা নারীরা সমাজের প্রতি এতটাই বিতশ্রদ্ধ যে তারাই মূল ধারার সমাজে ফিরে আসতে চায় না।

পতিতা নারীদের মত তাদের সন্তানরাও সমানভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মূল ধারার সমাজ থেকে বহিস্কৃত। তারা অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারে না, তাদের ভাল বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয় না। এই সমস্ত বাচ্চারাও কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা পায় না। তারাও তাদের মায়েদের মত পিছিয়ে পড়া, অন্ধকার সমাজেই আটকে থেকে যায়। এই সমস্ত বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষার জন্য-ও সরকার যে চেষ্টা করছে তা খুবই সামান্য।

বর্তমানে বিভিন্ন NGO আছে যেগুলি এই পতিতা নারী ও তাদের সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত NGO এদের সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করে চলেছে। যাতে এই সব নারী ও সন্তানরা সমাজে সম্মান পায় ও যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পায়। এইসব NGO চেষ্টা করেছে পতিতা নারী ও তাদের সন্তানদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও লড়াইকে একটু হলেও কম করতে।

এরকমই একটি NGO হল দুর্বার (দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি)। এই NGO টি কলকাতার red-light এলাকার 65,000 যৌন কর্মীদের নিয়ে কাজ করে চলেছে। যেমন পতিতা নারীদের অধিকার, তাদের প্রতিরক্ষা, HIV নিয়ে সচেতন করা, পতিতা নারীদের বাচ্চাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে এই পতিতা নারী ও তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। দুর্বার মনে করে বাকি বিভিন্ন পেশার মত sex work-ও একটি পেশা। সুতরাং যারা এই কাজ করে তাদের ঘৃণার চোখে দেখার মত কিছু নেই, তারা সমাজেরই একটি অংশ।

1.2 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম পেশা আছে যেগুলি আবদ্ধ ও বিতর্কিত যার মধ্যে যৌনকর্মী হিসাবে পেশা গ্রহণ করা অন্যতম। গোটা বিশ্ব জুড়ে 42 million যৌনকর্মী রয়েছে। গনিকালয় হল তাদের কাজের জায়গা।

Heredotus ইতিহাসে যেখানে পবিত্র গনিকালয় ছিল সাধারণ অনুশীলন। প্রাচীন গ্রীসে মহিলা ও পুরুষ উভয়ই যৌন ব্যবসাতে লিপ্ত থাকত। প্রাচীন রোমেও দেহ ব্যবসা বৈধ, প্রকাশ্য ও ব্যাপক ছিল। ইরাক ও ইরানেও যৌন কর্মীদের জন্য বৈধ্যতাকরণের আবরণ ছিল যে সংস্কৃতিতে যৌনব্যবসা অন্যভাবে নিষিদ্ধ। বিবেচনা করা হত যৌন ব্যবসা পাপ ও নিষিদ্ধ।

'Tawaif' একজন যৌনকর্মী যে পরিবেশন করেছিল আভিজাত্য South Asia তে, ঠিক তেমনই মুঘল সাম্রাজ্যে ও ভারতে, বেদে প্রাথমিক ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখ আছে গনিকালয় হল একটি সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় পুরাণে উল্লেখ আছে উন্নত শ্রেণীর গনিকালয় স্বর্গীয় উপদেবতার অভিনয় যৌনকর্মী রূপে। মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রমুখদের মত।

2007-এ the ministry of women and child development বিজ্ঞাপিত করে যে ভারতে 3 million মহিলা যৌন কর্মী, যাদের মধ্যে 35.47% মহিলা যৌন কর্মী যৌন কর্মে নিযুক্ত হয়েছে 18 বছর বয়সের আগে। কলকাতায় মোট যৌন কর্মীর সংখ্যা অজানা। ধরা যায় 6000 brothel-based মহিলা কলকাতার গনিকালয়ে আছে। কলকাতার সব থেকে বড় red-light area হল সোনাগাছি যেখানে, বিভিন্ন রকমের 100 গনিকালয় আছে এবং 10,000-এর মত যৌন-কর্মী। এছাড়াও অন্যান্য red-light area গুলি হল কালিঘাট, বৌবাজার, খিদিরপুর, গড়িয়া, বারুইপুর, টিটাগড় ইত্যাদি।

সংখ্যায় এত বৃহৎ হওয়ার পরেও তারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও আবদ্ধ। আমাদের সমাজে কিছু কিছু জায়গায় যৌন কর্মীরা যুক্ত STD. (Sexually Transmitted Diseases)-র বিস্তারের সাথে। Condom-এর ব্যবহারের সচেতনতা না থাকায় HIV-র দ্রুত বিস্তার ঘটছে। WHO-এর মতে 13.50% যৌন কর্মী HIV নিয়েই বেঁচে আছে। এশিয়াতে, তারা অন্যান্য যৌন সংক্রান্ত রোগেও আক্রান্ত এবং ড্রাগের নেশায় আসক্ত, মদের নেশায় আসক্ত।

ফলাফল স্বরূপ তারা যে শুধু শারীরিক ভাবে অসুস্থ তা নয় তারা মানসিক রোগেও আক্রান্ত। বিভিন্ন মানসিক রোগ দেখা যায় তাদের মধ্যে যেমন– পৃথকীকরণ, বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি। তাদের বাচ্চারাও পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। কারণ তাদের বাচ্চারাও সমাজ থেকে বিতাড়িত। তাদের ভাল বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয় না। এইসব বাচ্চারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, যার ফলে তাদের মধ্যেও দেখায় মানসিক অসুস্থতা।

বিভিন্ন NGO এখন নানাভাবে এদের নিয়ে কাজ করে চলেছে, এদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নতির জন্য। যার মধ্যে অন্যতম হল দুর্বার।

যত গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়ে এসেছে এই যৌন কর্মীদের নিয়ে প্রত্যেকটি তাদের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এই গবেষণাটি হল একটি ছোট প্রচেষ্টা, পতিতা নারীদের বাচ্চাদের শিক্ষার দিকটি ও দুর্বার নামক NGO টি এই যৌন কর্মীদের বাচ্চাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যে যে পদক্ষেপ নিয়েছে বা যেভাবে তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছে তা তুলে ধরা।

1.3 সমস্যাটি গবেষণার জন্য ব্যবহারের কারণ ঃ

আমাদের সমাজে যৌন কর্মীরা যেমন অবহেলিত ঠিক তেমনি তাদের সন্তানরাও অবহেলিত। মূল ধারার সমাজে তাদের মেনে নেওয়া হয় না। তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয় না যার ফলে তাদের মধ্যে দেখা যায় শিক্ষার অভাব। সর্বত্র তারা বৈষম্যের স্বীকার। সমাজে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য সাধারণ বাচ্চারা পেয়ে থাকে সেইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে এই যৌন কর্মীদের বাচ্চারা বঞ্চিত। যার ফলে তারা নানা রকম শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত।

এছাড়াও নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই সমস্ত বাচ্চাদের। এদের প্রতিদিনকার জীবন-যাপন সাধারণ আর পাঁচটা বাচ্চাদের মত সহজ নয়। নানান সমস্যা, লাঞ্ছনা, অপমান পেরিয়ে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হয়। সাধারণ মানুষ আজও এদের ঘৃণার চোখে দেখে।

বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া জন্য যৌন কর্মী মায়েদের মত এদের বাচ্চারাও মূল ধারার সমাজ থেকে পিছিয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের জন্য কোনো সুযোগ-ই এরা পায় না। সমাজে পরিচিতি লাভের একটা বড় অস্ত্রই হল শিক্ষা, সেই শিক্ষা এই বাচ্চারা কতটা পাচ্ছে বা শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ কেমন বা ফলাফল কেমন তা জানা বা তুলে ধরা একটি খুবই গুরুত্বরূর্ণ বিষয় বলে গবেষীকা মনে করেছেন।

সুতরাং এই সমস্ত বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কি, কিভাবে তাদের অগ্রগতি হচ্ছে, সমাজে তারা মর্যাদা লাভ করতে কি আদেও সক্ষম হচ্ছে? এগুলি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অনেক NGO এই সব যৌন-কর্মী ও তাদের সন্তানদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। এইসব NGO নানান ভাবে চেষ্টা করে চলেছে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি যাতে তারা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে ও

সমাজে মর্যাদা লাভ করতে পারে। যার মধ্যে দুর্বার হল অন্যতম। দুর্বার-এর উদ্দেশ্যই হল যৌন কর্মীদের ও তাদের সন্তানদের জীবনের মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলা। যাতে যৌন কর্মীরা ও তাদের বাচ্চারা সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান পায়। এছাড়াও পতিতার পল্লী নারীদের শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে যেহেতু বিশেষ কোনো গবেষণা পাওয়া যায় না তাই তারা সমাজের একটি অন্ধকার দিকে আজও নিমজ্জিত। তাই তাদের শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা অন্যন্ত জরুরী বলে মনে করা হয়। আশা করা যায় এই গবেষণার মাধ্যমে এই সমস্ত বাচ্চাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান দিককে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। যার জন্য গবেষণাটি বর্তমান দিনে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন গবেষীকা।

1.4 গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

উদ্দেশ্যহীন ভাবে কখন-ই একটি গবেষণা কার্য সম্পাদন করা যায় না। তাই গবেষণার উদ্দেশ্য কি তা নির্নয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল–

- পতিতা নারীদের সন্তানদের শিক্ষার দিকটি তুলে ধরা।
- পতিতা পল্লীর নারীদের সন্তানরা পড়াশুনায় কতটা আগ্রহী তা দেখা।
- তারা কতটা পিছিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বা কতটা উন্নতি ঘটাচ্ছে তা দেখা।
- তাদের ফলাফল কেমন বা পড়াশুনা ছাড়া আর কি কি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে তারা আগ্রহী তা তুলে ধরা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো সুযোগ-সুবিধা এই সন্তানরা পাচ্ছে কিনা তা তুলে ধরা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব সন্তানদের মায়েরা তাদের কতটা উৎসাহ দেয় তা তুলে ধরা।

1.5 জটিল শব্দের সংজ্ঞা প্রদান ঃ

- **NGO (Non-governmental organization)→ NGO** বেসরকারি সংগঠন। যারা নিজেরা স্বাধীন ভাবে কাজ করে থাকে। তারা প্রধানত যে বিষয়ে কাজ করে তা হল শিক্ষা, স্বাস্থ্যের যত্ন, লোকহিতকর কাজ, সার্বজনীন নীতি, সাধারণ মানুষের অধিকার, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি। এই NGO গুলি বিভিন্ন সুবিধা, সেবা দিয়ে থাকে। এই NGO গুলি তাদের কাজ করে থাকে দান বা donation-এর মাধ্যমে। এগুলি যেমন ব্যক্তিগত হতে পারে তেমনি জাতীয় বা আন্তর্জাতিকও হতে পারে। গোটা বিশ্বব্যাপী 10 million NGO আছে। ভারতে 2009-এ NGO সংখ্যা ছিল 2 million.

- **যৌনকর্মী (Sex worker)→** যৌনকর্মী তাকেই বলে যে টাকার বিনিময়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এদের কাজের জায়গা হল গনিকালয়। যৌনকর্মী পুরুষ বা মহিলা উভয়ই হতে পারে। তাদেরকে আমরা অনেক নামে জানি। যেমন–Prostitute, Call girl, escort ইত্যাদি। তারা গনিকালয়ে কাজ করে এবং সেখানে বসবাস করে।

- **বঞ্চনা (Deprivatoin)→** বঞ্চনা মানে হল কিছু না পাওয়া এবং এই না পাওয়ার অবস্থাটি খুবই গম্ভীর বিষয়। যখন কোনো মানুষ কোনো জিনিষ বা সুবিধা পেতে অসমর্থ হয় তখন সে বঞ্চনার স্বীকার হয়।

- **বৈষম্য (Discrimination)→** বৈষম্য হল কোনো মানুষ বা জাতি বা গোষ্ঠীকে অন্যদের তুলনায় নিচু ভাবা। এদেরকে নিচু চোখে দেখা হয়। উচু গোষ্ঠীর মানুষরা এদের সাথে মিশতে চায় না, কথা বলতে চায়না তারা সমাজে অবহেলিত, অত্যাচারিত।

1.6 গবেষণার সীমায়িতকরণ ঃ

- এই গবেষণাটি একমাত্র দুর্বার নামক NGO টি নিয়েই কাজ করা হয়েছে।
- এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেই কলকাতার সোনাগাছিতে।
- এই গবেষণাটিতে শুধুমাত্র সোনাগাছির যৌন কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।
- সোনাগাছি অঞ্চলের যে সমস্ত বাচ্চারা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনো করেছে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

Chapter : 2

সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review হল গবেষণার একটি মুখ্য বিষয়। সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বই ইত্যাদির সাথে সম্যক পরিচিতি লাভের চেষ্টা করা হয়। সাহিত্য পর্যালোচনার পরিধি কেমন হবে তার কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই। তবে এর পরিধি যত বিস্তৃত হবে উক্ত বিষয়ের সাথে পরিচয়ও তত বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত বিষয়ের ওপর অনেক গবেষণাই আগে পরিচালিত হয়েছে। নীচে তাদেরই কিছু খুঁজে পাওয়া তথ্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Beard (2010) ঃ "যৌনকর্মী ও ড্রাগের নেশায় আসক্ত যারা তাদের বাচ্চাদের দুর্বলতা, স্থিতিস্থাপকতা, পারিবারিক যত্ন ইত্যাদি।"

উদ্দেশ্য ঃ

- বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্যা বেশি।
- যদিও যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের সংখ্যা এখানে কম।
- যৌনকর্মী ও ড্রাগের নেশায় যারা আসক্ত তাদের বাচ্চারা অন্যরকম জীবনের ঝুঁকি, বৈষম্য, লাঞ্ছনার স্বীকার হয়।
- এইসব বাচ্চাদের মানসিক অবস্থা তাদের বাবা-মায়ের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থার সাথে যুক্ত।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- দেখা গেছে এই সমস্ত বাচ্চাদের বাবা-মা অশিক্ষিত, গুপ্ত কাজে যুক্ত।

- বাবা-মা নিজেরাই তাদের বাচ্চাদের চিনতে পারে না, যা সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলছে।

IRIR (2011) ঃ "যৌন কর্মী ও তাদের বাচ্চাদের HIV-র ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌনকর্মীরা প্রায়ই অসমর্থ হন খদ্দেরদের সাথে নিরাপদ ভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে।
- যৌনকর্মীদের HIV প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে।
- যদিও এক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের বাচ্চারা অবহেলিত।
- যৌন ব্যবসা তাদের কাছে পারিবারিক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে মা তারপর সেখান থেকে তার মেয়ে এইভাবে চলতে থাকে।
- তাদের কাছে অন্যান্য কোনো রোজগারের পথ নেই।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- যৌনকর্মীদের বাচ্চারাও HIV- র স্বীকার হচ্ছে।
- এইসব বাচ্চাদের বিভিন্ন মানসিক রোগের কারণ, সামাজিক বাধা ও পরিবার থেকে ত্যাগের কারণ সবই তাদের মায়েদের কাজের সাথে যুক্ত।

M Mahruf C Shohel (2013) ঃ "বাংলাদেশের যৌনকর্মীর বাচ্চাদের মৌলিক অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের নিত্যদিনের জীবন-যাপন তুলে ধরা হয়েছে।
- শিক্ষা হতে পারে তাদের কাছে একটি অস্ত্র যা তাদেরকে শোষণ থেকে বাঁচাতে পারে।
- শিক্ষার জন্যও তাদেরকে লড়াই করতে হয়।
- মূল সমাজ থেকে এরা অনেক দূরে।
- সামাজিক বঞ্চনা এদের কাছে ভাঙা খুবই কঠিন।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- শিক্ষাই পারে এই বঞ্চনা দূর করতে।
- শিক্ষার দ্বারাই তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।
- শিক্ষার ফলে অন্যান্য রোজগারের পথ খুলবে।
- অনেক নীতি অনুমোদন করা হচ্ছে শিক্ষার জন্য।

Wills Hodgson and Lovich (2013) ঃ "বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক মঙ্গল।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের ছোটো থেকে কৈশোর কাল অবধি অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।
- এইসব বাচ্চারা বৈষম্য-এর স্বীকার হয়।

- এই সমস্ত বাচ্চারা অনেক সময় ভীত হয়ে থাকে কারণ তারা দেখেছে পুলিশের দ্বারা তাদের মায়েদের ওপর হওয়া নিষ্ঠুর অত্যাচার।
- ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- অনেক সময় লিঙ্গ নির্দিষ্ট বাধা ও সমস্যাও দেখা যায়।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

এই সমস্ত বাচ্চারা যে মানসিক ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান।

Mandiauc (2013) ঃ "যৌনকর্মী মায়েদের প্রভাব।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌনকর্মীদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।
- তাদের মাতা-পিতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।
- গনিকালয়ের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেছে।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের অবস্থা খারাপ তার অনেকটাই দায়ী মায়ের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতি।
- বাচ্চারা অন্যত্র থাকে।
- শিক্ষার ওপর নজর রাখার যে প্রয়োজন তা কমে যাচ্ছে।

Villemain (2015) ঃ "যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে গবেষণা।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যে সমস্ত বাচ্চারা পতিতালয়ে বড় হচ্ছে তাদের ওপর লাঞ্ছনা, মানসিক সমস্যা প্রভাব ফেলে।
- এরা সমাজ থেকে বহিস্কৃত।
- এই সমস্ত বাচ্চাদের জীবন-যাপন অত্যন্ত কঠিন।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- যে সমস্ত যৌন-কর্মীদের বাচ্চারা তাদের বাবার সাথে সম্পর্ক রাখতে সক্ষম তাদের মানসিক পীড়া তুলনামূলক কম।
- এই মানসিক পীড়ার সাথে লড়াই করার জন্য চিকিৎসা বা counselling যথেষ্ট নয়।

Willis, Welch, Onda (2016) ঃ "যৌনকর্মী ও তাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি গবেষণা।"

উদ্দেশ্য ঃ

- বিগত 3 বছরে ২০% যৌনকর্মী মারা গেছে অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন বা প্রসব হবার সময়।
- তাদের সন্তানদের মধ্যে দেখা যায় গভীর সমস্যা। যেমন–নবজাতকের মৃত্যু, জন্মের সময় কম ওজন, অসংলগ্ন আচরণ ও আবেগপ্রবণ সমস্যা এবং বিদ্যালয়ে বৈষম্য।

- বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সময় অক্ষমতা ও রেগে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- দুটি সংকটপূর্ণ স্বাস্থ্য ও মানবীয় অঙ্গীকার সংক্রান্ত সমস্যা যা যৌনকর্মীদের সাথে সম্পর্কিত তা অবহেলিত–মাতৃক বিকার ও মহিলার যৌন কর্মীদের মধ্যে নৈতিকতা ও বাচ্চাদের প্রতি স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা।

Vines, Bubas, Ramies and Wills (2016) ঃ "U.S.A. এর পাচার হয়ে যাওয়া ও যৌনকর্মী মায়েদের ওপর একটি গবেষণা।"

উদ্দেশ্য ঃ

- 10–100% কিশোরী ও প্রাপ্ত বয়স্কা যারা এটা জানে যে তারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে পাচার হবার সময় বা দেহ ব্যবসার সময়।
- যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের ব্যবহারের মধ্যে সমস্যা দেখা যায়। যেমন রেগে যাওয়া।
- এছাড়াও অনেক মানসিক সমস্যা দেখা যায়। এইসব বাচ্চাদের মধ্যে। যেমন- বিষন্নতা, মানসিক আঘাতজনিত ব্যাধী, নেশার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার সমস্যা বেড়ে চলেছে।
- জন্মের পর শিশুদের মধ্যেও শারীরিক সমস্যা দেখা যায়।

Rapaport (2016) ঃ "যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যতটুকু চিকিৎসা প্রয়োজন তা পায় না।
- অনেক যৌনকর্মী এই কাজ করে বাচ্চাদের আশ্রয়, বিদ্যালয়ে টাকা দেওয়ার জন্য।
- যৌনকর্মীরাও গম্ভীর মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভোগে।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও মাতৃত্বের সমর্থনের জন্য অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।
- তাদের ওপর যে কলঙ্ক তা দূর করা সহজ নয়।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- এসবের কারণে অনেক যৌনকর্মীদের জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে।
- তাদের সন্তানদেরও সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে।

Urmi Basu (2016) ঃ Red-light এলাকায় বাচ্চাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা প্রদান।"

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান।
- বঞ্চিত বাচ্চাদের সাহায্য করা।
- বাচ্চাদের আশ্রয় ও খাদ্য প্রদান।
- আর্থিক সাহায্য প্রদান।

প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

- দেখা গেছে পরিস্থিতির চাপে পড়ে মায়েরাই বাধ্য করেছে মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামতে।
- যে সমস্ত বাচ্চারা মায়েদের থেকে দূরে থাকে তাদের একটি জিনিষ শেখা হয় যে তারাও যেন পরবর্তীকালে অন্য বাচ্চাদের এই ভাবেই সাহায্য করে।
- তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বাইরে অন্যত্র Hostel-এ থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

Chapter : 3

গবেষণা পদ্ধতি

3.1. সমগ্রক

3.2. নমুনা

3.3. চলরাশি

3.4. গবেষণার নক্সা

3.5. তথ্য সংগ্রহ

3.1 সমগ্রক (Population) ঃ

সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট গবেষণার সমস্যাতে যখন সমগ্র গোষ্ঠীকে বা সমগ্র জনগনকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে ধরা হয় তখন তাকে সমগ্রক বা Population বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের যৌনকর্মীদের সন্তানরা (16 বছর) বর্তমান গবেষণার সমগ্রক।

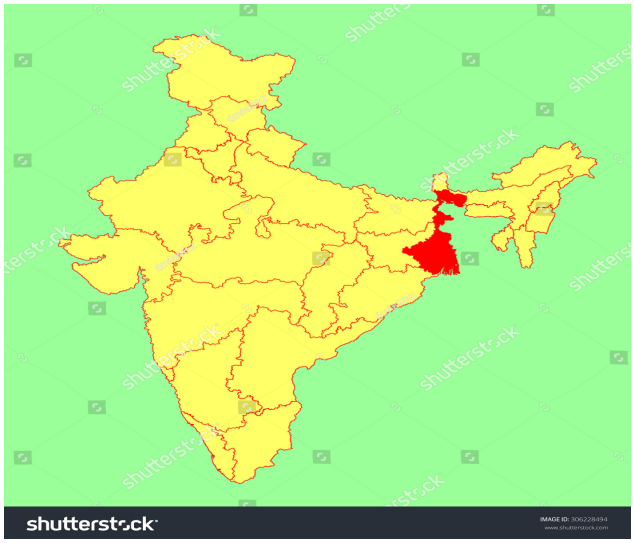

চিত্র নং 3.1

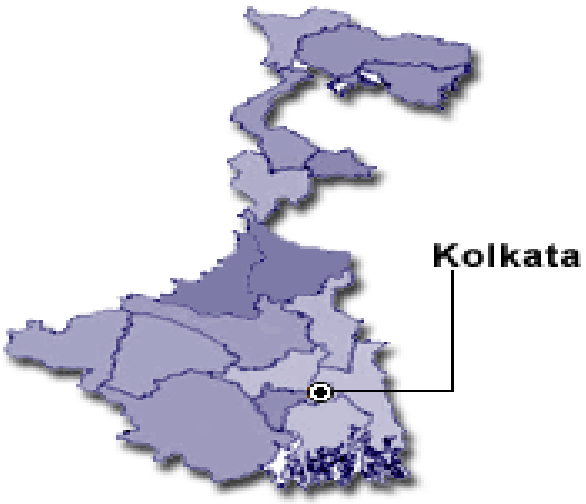

চিত্র নং 3.2

ভারতবর্ষ → পশ্চিমবঙ্গ → কলকাতা

3.2 নমুনা (Sample) ঃ

সাধারণত সমগ্র জনসংখ্যা সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত সমগ্রক থেকে যে নির্দিষ্ট উপাদান সমূহ নির্বাচিত হয় সেই উপাদান সমূহকে নমুনা বলা হয়।

গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতিতে সমগ্রক থেকে উপযুক্ত পরিমানে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণার সুবিধার্থে সোনাগাছি অঞ্চলের 20 জন শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সমগ্র শিক্ষার্থীরা বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষার্থীরাই কলকাতা শহরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক নমুনা নির্বাচনের ভৌগলিক স্থান একটি চিত্রের সাহায্যে দেখান হল–

চিত্র নং 3.3

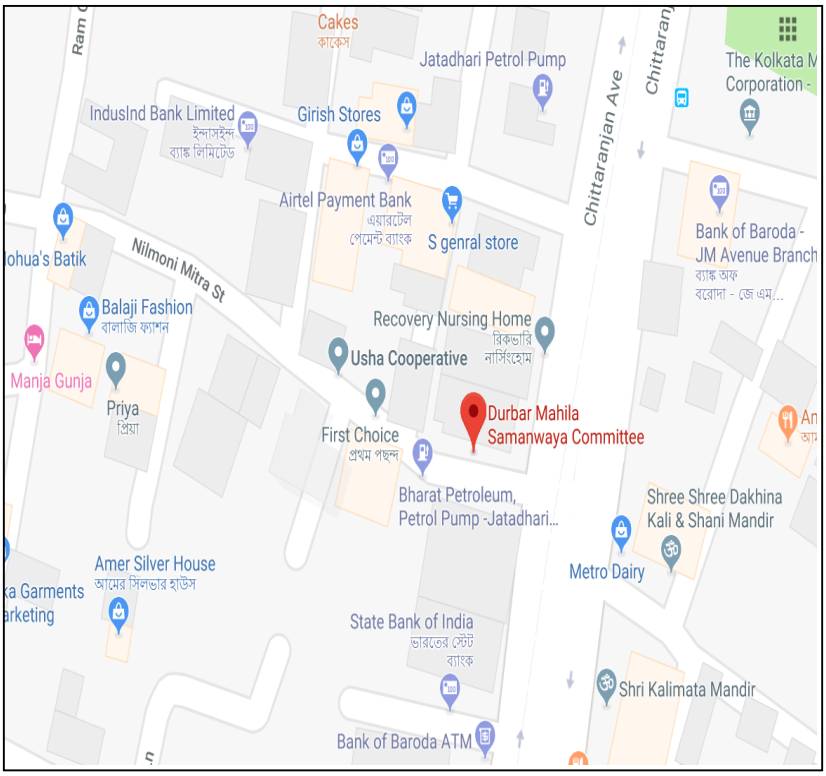

চিত্র নং 3.4

কলকাতা → সোনাগাছি এলাকা এবং দুর্বার (NGO)

শিক্ষার্থীভিত্তিক নমুনা বিন্যাস ঃ

	শিক্ষার্থীর নাম	লিঙ্গ	বয়স	শ্রেণি
1.	সুমিত সাঁতরা	ছেলে	16	দশম
2.	সমৃদ্ধি সাঁতরা	মেয়ে	7	প্রথম
3.	কেয়া দাস	মেয়ে	14	অষ্টম
4.	আদিত্য দাস	ছেলে	12	ষষ্ঠ
5.	বিউটি খাতুন	মেয়ে	14	অষ্টম
6.	মাহি মালি	মেয়ে	10	চতুর্থ
7.	প্রিয়া সাউ	মেয়ে	7	প্রথম

8.	দিব্যাংশু সিং	ছেলে	8	দ্বিতীয়
9.	রেশমা খাতুন	মেয়ে	10	চতুর্থ
10.	অঞ্জলি জানা	মেয়ে	16	দশম
11.	অভিষেক মিশ্র	ছেলে	15	নবম
12.	তৃজিতা মিশ্র	মেয়ে	11	পঞ্চম
13.	বর্ষা দাস	মেয়ে	10	চতুর্থ
14.	গৌতম দাস	ছেলে	13	সপ্তম
15.	সঞ্জয় সিনহা	ছেলে	11	পঞ্চম
16.	বাপী বেহরা	ছেলে	13	সপ্তম
17.	রঞ্জন সাহা	ছেলে	15	নবম
18.	সৌম্য নস্কর	ছেলে	14	অষ্টম
19.	সৌনক ধর	ছেলে	11	পঞ্চম
20.	রেবা খাতুন	মেয়ে	11	পঞ্চম

ছক ঃ 3.1

লিঙ্গের ভিত্তিতে নমুনা বন্টন ঃ

লিঙ্গ	মোট সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে	10	50%
মেয়ে	10	50%
মোট সংখ্যা	**20**	**100%**

ছক ঃ 3.2

লিঙ্গের ভিত্তিতে নমুনা বন্টন (Pie Chart) ঃ

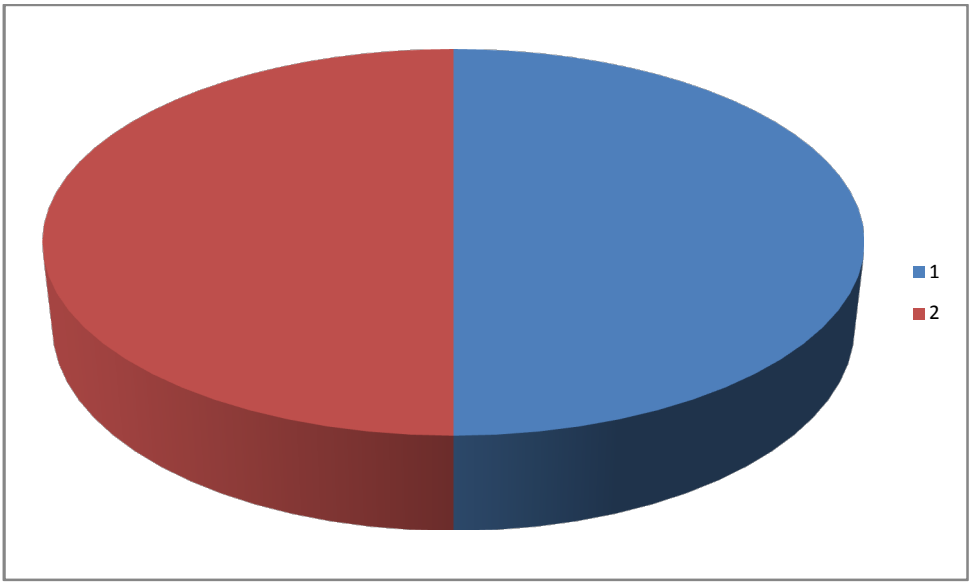

ছক ঃ 3.3

সমস্ত শিক্ষার্থীদের (20 জন) নমুনা শহরাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

3.3. চলরাশি (Variables) ঃ

গুণগত বা পরিমানগত যে কোনো পরিবর্তনের সূচকই হল এই অধ্যয়নের চলরাশি। এই গবেষণায় দুই ধরনের চলরাশিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুই ধরনের চলরাশি হল—স্বাধীন চলরাশি ও নির্ভরশীল চলরাশি।

- স্বাধীন চলরাশি→ যে চলরাশি স্বাধীন ভাবে বা অন্য কোনো চলরাশির সাহায্য ছাড়াই কোনো প্রকার ঘটনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অর্থাৎ নির্ভরশীল চলরাশির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এখানে কিছু স্বাধীন চলরাশি নির্বাচন করা হয়েছে, যেগুলি হল—

i) লিঙ্গ→শিক্ষার্থীদের এই চলরাশিটি হল স্বাধীন শ্রেণীভুক্ত চলরাশি। এই চলরাশিটি দুটি বিভাগে বিভক্ত। একটি ছেলে শিক্ষার্থী ও অন্যটি মেয়ে শিক্ষার্থী।

ii) জাতি→জাতিগত প্রকারভেদ এই অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীভুক্ত স্বাধীন চলরাশি। এটি 5টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে–সাধারণ, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, অন্যান্য (A), অন্যান্য (B).

iii) ধর্ম→বর্তমান গবেষণায় শিক্ষার্থীরা কোন ধর্মাবলম্বীর অন্তর্ভুক্ত সেটি একটি স্বাধীন চলরাশি হিসাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

iv) মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা → মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাও একটি স্বাধীন চলরাশি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মায়েরা প্রাথমিক, অষ্টম শ্রেণী ও উচ্চশিক্ষা– এই তিনটি শ্রেণীকে এই চলরাশির মধ্যে রাখা হয়েছে।

- নির্ভরশীল চলরাশি→স্বাধীন চলরাশিগুলির উপস্থিতি ও পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলরাশিগুলির উপস্থিতি ও পরিবর্তন নির্ভর করে। এই গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরশীল চলরাশি হল শিক্ষা।

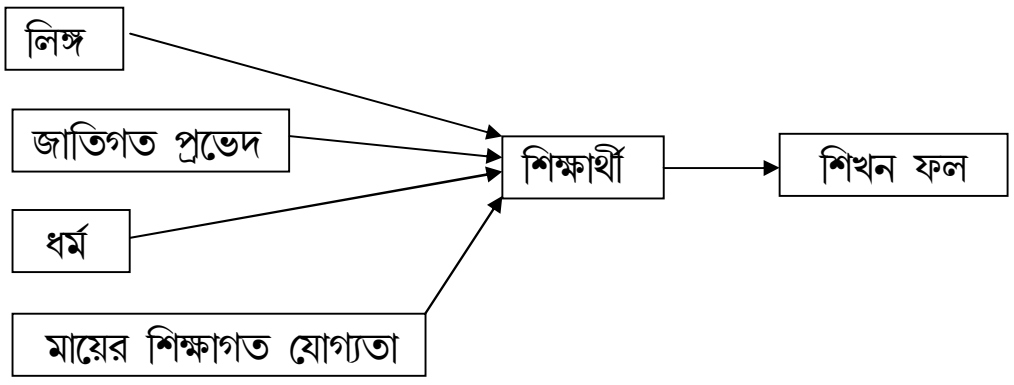

ছক ঃ 3.4

3.4. গবেষণার নক্সা (Research Design) ঃ

গবেষণার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেমন গবেষণার বিষয় নির্ণয় করা প্রয়োজন তেমনি কিভাবে গবেষণা সম্পাদন করা হবে তা নির্নয় করাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে নক্সা প্রণয়নের মাধ্যমেই গবেষক এই কাজটি করে থাকেন। এটি সবথেকে জটিল একটি ধাপ। এটি হল এমন একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে কোনো সমস্যার বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন করে এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়।

বর্তমান গবেষণাটিকে গবেষীকা জরিপ পদ্ধতির (Survey method) উপর ভিত্তি করে কাজটি পরিচালনা করেছেন। এটি সাধারণত গবেষণার সমস্যা ও উদ্দেশ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। জরিপ পদ্ধতি সাধারণত ব্যক্তি বা নমুনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করতে, বর্তমান অবস্থার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এবং বাস্তব পরিস্থিতি থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ হল পতিতাপল্লীর নারীদের সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ–যেগুলির গুণগত ও পরিমানগত যথার্থ তথ্য অতি সহজে সংগ্রহ করতে সক্ষম। এছাড়াও পতিতাপল্লীর নারীদের সন্তানদের শিক্ষার মান ও দুর্বার নামক NGOটি তাদের ওপর শিক্ষা বিষয়ক যে কাজ করে চলেছে, যেভাবে তাদের সাহায্য করে চলছে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তা তুলে ধরার জন্য প্রশ্নমালা (Questionnaire) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কিছু বদ্ধ প্রশ্নমালা অর্থাৎ Structured Questionnaire ব্যবহার করা হয়ছে ও কিছু মুক্ত প্রশ্নমালা অর্থাৎ Unstructured Questionnaire ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই গবেষণায় Semi-structured Questionnaire ব্যবহৃত হয়েছে।

3.5 তথ্য সংগ্রহ (Data Collection) ঃ

সোনাগাছির পতিতাপল্লী অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার মান কি রকম তা জানার জন্য গবেষীকা নির্দিষ্ট দুর্বার নামক NGO-তে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে Dr. Smarajit Jana Sir-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করা হয়, এবং এই NGO-র মাধ্যমে সোনাগাছি পতিতা পল্লীতে গিয়ে সেখানে পতিতা নারীদের শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য যে প্রশ্ন গুচ্ছ তৈীর করা হয়েছিল সেগুলি শিক্ষার্থীদের হাতে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা যথাযথ ভাবে সঠিক তথ্য প্রদান করার চেষ্টা করেছে। অবশেষে গবেষীকা উত্তরপত্র তাদের থেকে সংগ্রহ করে নেয়। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষীকা 21টি প্রশ্ন বানিয়েছিলেন যেখানে কিছু প্রশ্ন ছিল উন্মুক্ত প্রশ্নগুচ্ছ এবং বাকিগুলি নির্ধারিত প্রশ্নগুচ্ছ। গবেষীকা প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে সময় দিয়েছিলেন তাদের থেকে উত্তর নেওয়ার জন্য। মোট তিন দিনে গবেষীকা সম্পূর্ণ তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

Chapter : 4

তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা প্রদান

4.1 তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা প্রদান ঃ

পতিতাপল্লীর নারীদের শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কিত যে তথ্যগুলি গবেষীকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন সেগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা সেই তথ্যগুলিকেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। মূলত গবেষীকা সুনির্দিষ্ট চলকগুলি নির্ধারণ করেছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

4.1.1 লিঙ্গ→লিঙ্গগত চলরাশির ভিত্তিতে পতিতাপল্লীর নারীদের শিশুদের শিখন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

গবেষীকা যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে 10 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 10 মেয়ে শিক্ষার্থী। ছেলেদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যমান 26 এবং মেয়েদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যমান 27। লিঙ্গের গড় মধ্যমান 26.65। আবার ছেলেদের গড় আদর্শ চ্যুতি (S.D) 1.563 এবং মেয়েদের গড় আদর্শ চ্যুতি (S.D) 2.312 এবং সার্বিক আদর্শ গড় চ্যুতি 2.033। এখানে আমরা দেখতে পাই মেয়েদের ফলাফল ছেলেদের ফলাফলের থেকে অনেকটাই ভাল। নিম্নে ছকের মাধ্যমে এটি দেখান হল।

Means

Report

score

gender	Mean	N	Std. Deviation
male	26.00	10	1.563
female	27.30	10	2.312
Total	26.65	20	2.033

ছক ঃ4.1

Graph

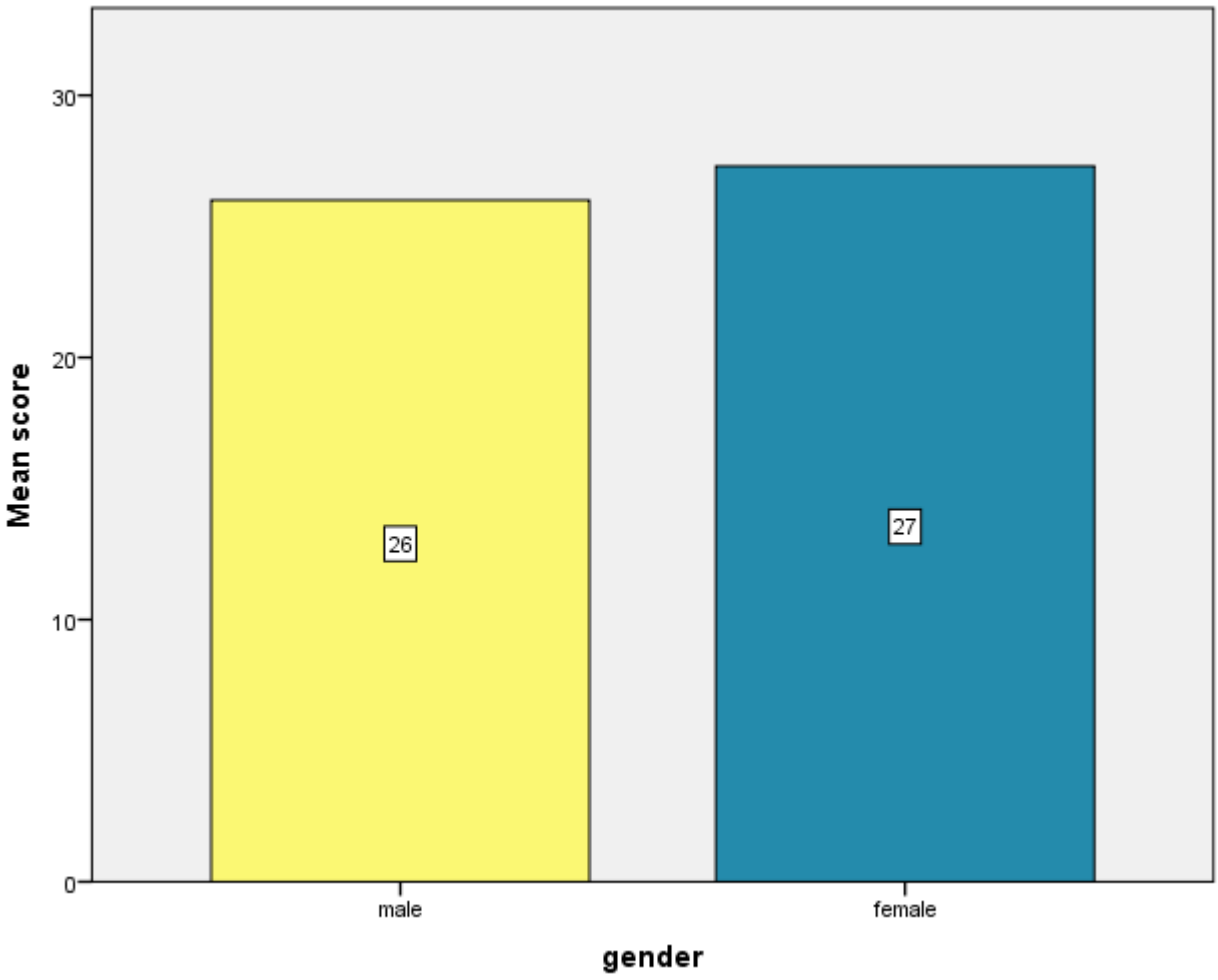

ছক ঃ 4.2

4.1.2 জাতিগত প্রভেদ →গবেষীকা তার গবেষণা কার্যের সুবিধার্তে চলরাশিকে জাতিগত প্রভেদের দিক থেকেও ভাগ করেছেন। কিন্তু তথ্য অনুযায়ী গবেষীকা অন্যান্য (B) বা OBC(B) জাতিগত সম্প্রদায়ের কোনো শিক্ষার্থী পাননি। তাই শুধুমাত্র সাধারণ (G), তপশিলী জাতি (S.C), তপশিলী উপজাতি (S.T) ও অন্যান্য (A) অর্থাৎ OBC(A) অর্থাৎ মুসলিম–এই চারটি জাতিগত প্রভেদের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই জাতিগত প্রভেদের ভিত্তিতে

সাধারণ (G) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 9। তাদের গড় মধ্যমান 25.89 এবং তাদের আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) 1.833।

দ্বিতীয় জাতিগত প্রভেদের অংশটি হল তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই শিক্ষার্থীর সংখ্যা 7 জন। তাদের গড় মধ্যমান 26.14 এবং এদের আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) 1.345।

তৃতীয় জাতিগত প্রভেদের অংশটি হল তপশিলী উপজাতি। এই জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা 1 জন। তার গড় মধ্যমান 28।

চতুর্থ জাতিগত প্রভেদের অংশটি হল অন্যান্য (A) বা OBC(A) অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এই জাতিগত প্রভেদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 3 জন। তাদের মধ্যমান 29.67 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 1.528।

জাতিগত প্রভেদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা 20 জন। যাদের সার্বিক মধ্যমান 26.65 এবং সার্বিক আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) 2.033। জাতিগত প্রভেদের দিক থেকে OBC(A) সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা সবথেকে ভাল ফলাফল করেছে। এর থেকে একটু খারাপ ফলাফল করে তপশিলী উপজাতি (S.T) শিক্ষার্থীরা, এর থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে তপশিলী জাতি (S. C) শিক্ষার্থীরা। সবথেকে খারাপ ফলাফল হল সাধারণ (G) শিক্ষার্থীরা। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখান হল।

Means

Report

score

caste	Mean	N	Std. Deviation
general	25.89	9	1.833
sc	26.14	7	1.345
st	28.00	1	.
obc A	29.67	3	1.528
Total	26.65	20	2.033

ছক ঃ4.3

Graph

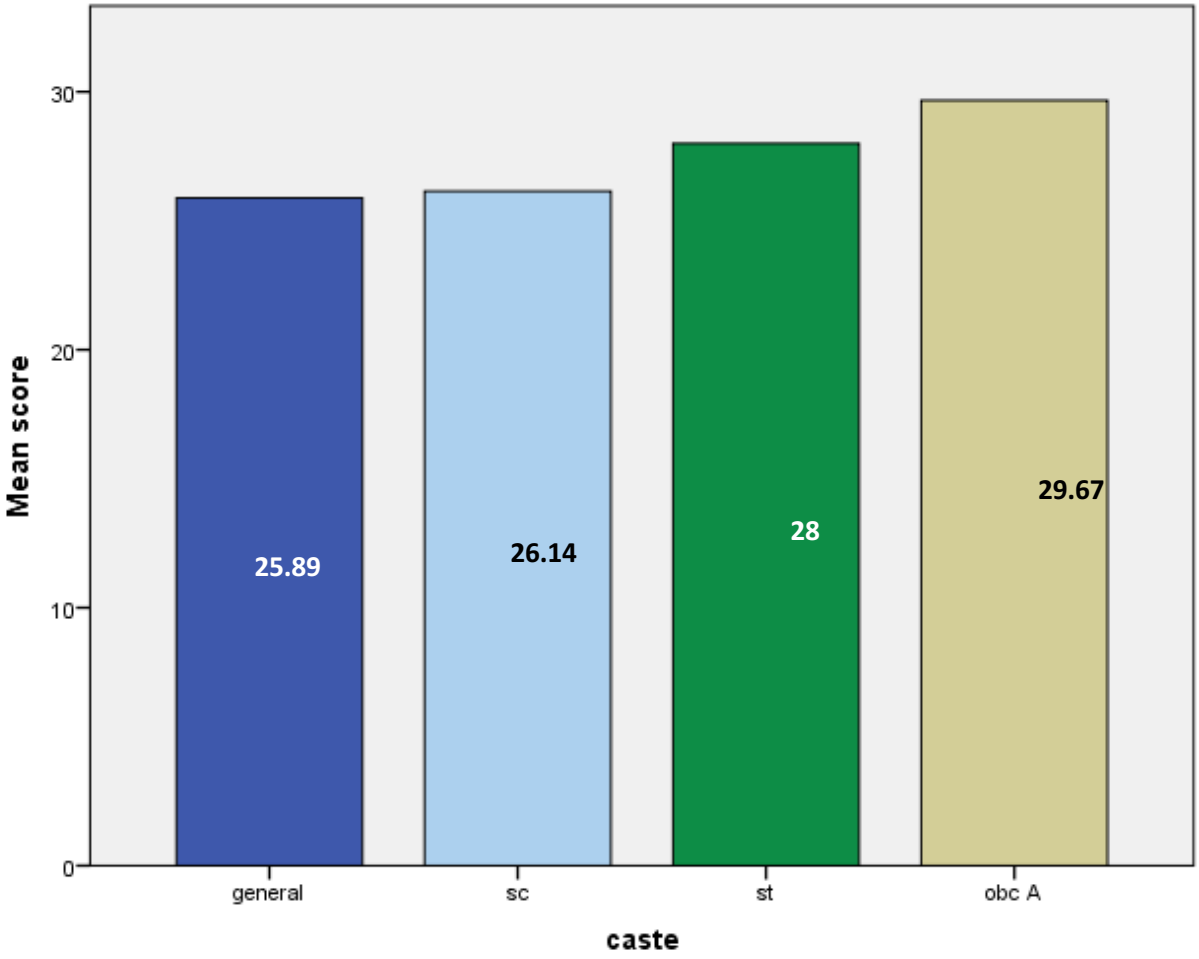

ছক ঃ4.4

4.1.3 ধর্ম→গবেষীকা গবেষণা কার্যের সুবিধার্থে চলরাশিকে ধর্মের ভিত্তিতেও বিভক্ত করেছেন। এখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও তাদের শিখন ফলাফল কতটা ভাল-মন্দ তা দেখার চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণায় গবেষীকা 20 জন **(**নমুনা**)** শিক্ষার্থীর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেখানে গবেষীকা দুটি ধর্মাবলম্বীর শিক্ষার্থী খুঁজে পেয়েছেন। এই দুই সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলিম। হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা 17 জন। যাদের গড় মধ্যমান 26.12 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 1.616।

অপর ধর্মাবলম্বীর শিক্ষার্থীরা হল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। যাদের সংখ্যা হল 3 জন। ওদের মধ্যমান হল 29.67 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 1.528। সার্বিক ভাবে এই 20 জন শিক্ষার্থীর মধ্যমান 26.65 এবং তাদের আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 2.033।

এই ধর্মগত প্রভেদের দিক থেকে সার্বিক ফলাফলের ওপর যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা সবথেকে ভাল ফলাফল করেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর শিক্ষার্থীকা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের থেকে খারাপ ফলাফল করেছে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখান হল।

Means

Report

score

religion	Mean	N	Std. Deviation
hindu	26.12	17	1.616
muslim	29.67	3	1.528
Total	26.65	20	2.033

ছক ঃ4.5

Graph

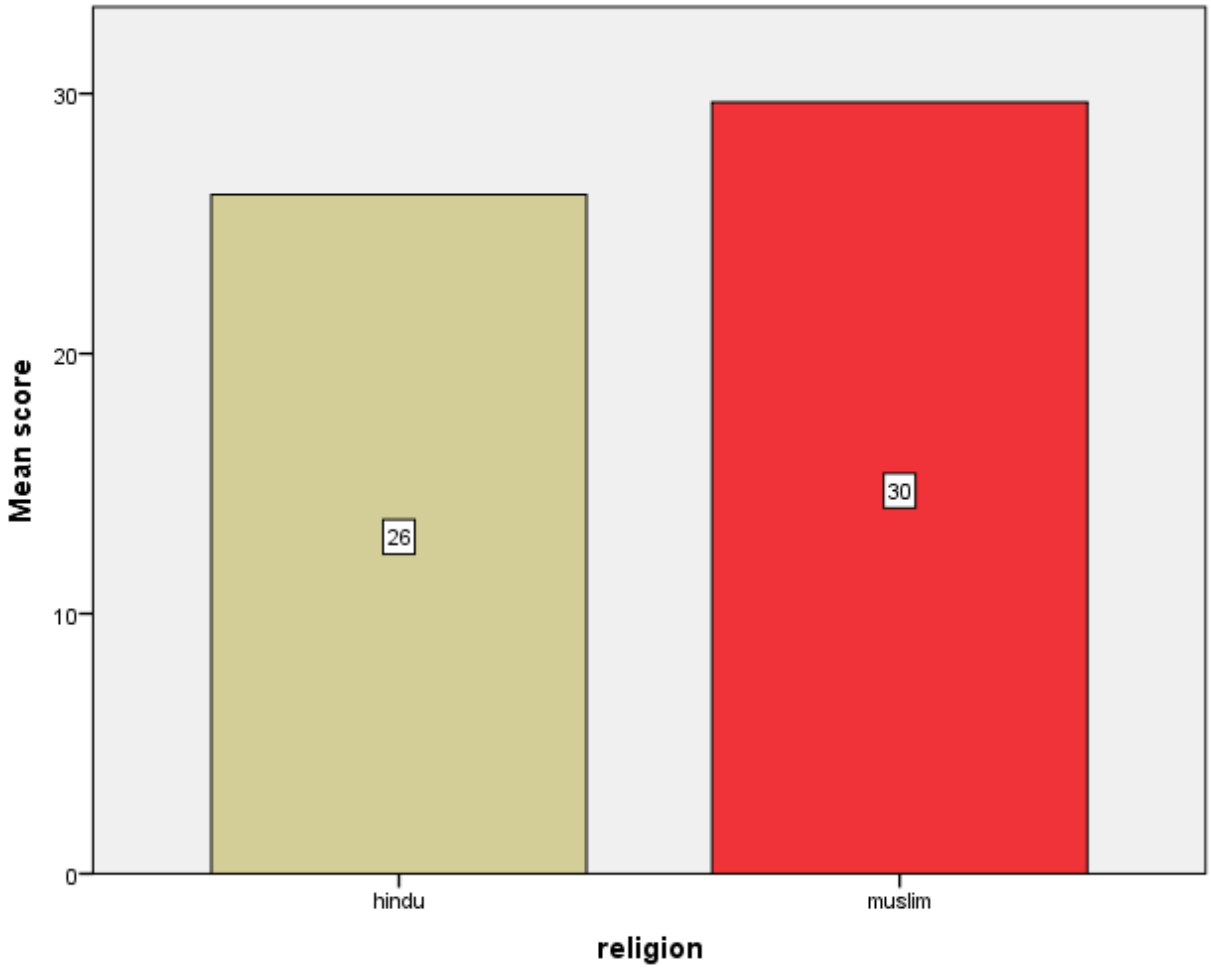

ছক ঃ4.6

4.1.4 মায়ের শিক্ষা→এই গবেষণার সুবিধার্থে গবেষীকা চলরাশিকে মায়ের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ভর করছে কিনা তাও দেখার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে মায়ের শিক্ষাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– (i) প্রাথমিক শিক্ষা (ii) অষ্টম শ্রেণী (iii) উচ্চ শিক্ষা। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করে গবেষীকা দেখেছেন যে শিক্ষার্থীদের মায়েরা কেউই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। সবাই অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই গবেষীকা প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণী এই দুটি শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ডের নীরিখে বাচ্চাদের শিখন ফলাফল দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গবেষীকা যে 20 জন (নমুনা) শিক্ষার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে 18 জন শিক্ষার্থীর মায়েরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। যাদের গড় মধ্যমান 26.72 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 2.137।

বাকি যে 2 জন শিক্ষার্থীর মায়েরা অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের গড় মধ্যমান 26 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 0। সার্বিক ভাবে এই 20 জন শিক্ষার্থীর মধ্যমান 26.65 এবং আদর্শ গড় চ্যুতি (S.D) হল 2.033। এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যাদের মায়েরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত সেইসব শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করছে যাদের মায়েরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের থেকে। এটি একটি ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেখান হল।

Means

Report

score

mother education	Mean	N	Std. Deviation
primary	26.72	18	2.137
elementary	26.00	2	.000
Total	26.65	20	2.033

ছক ঃ4.7

Graph

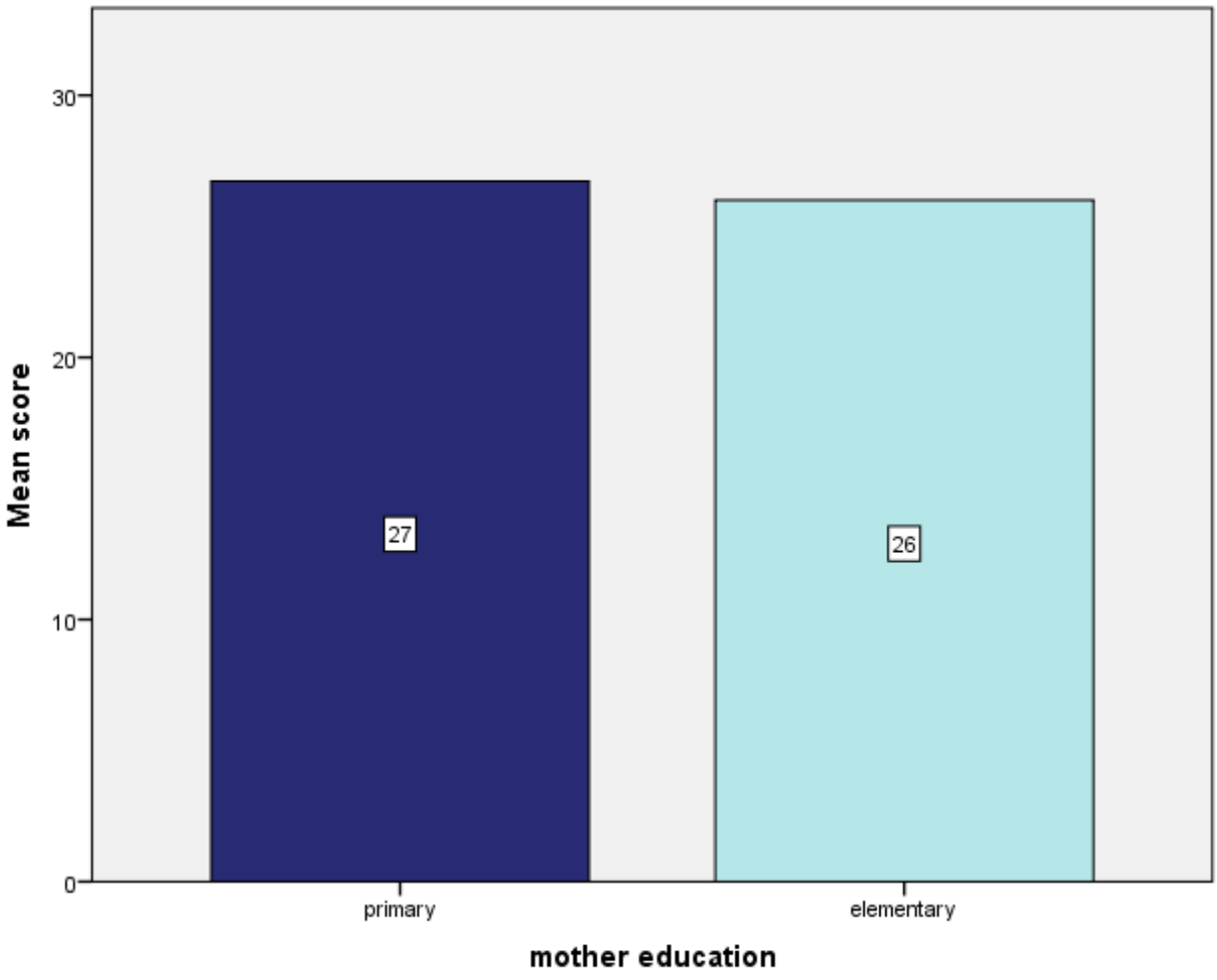

ছক ঃ4.8

Chapter : 5

আলোচনা

5.1. প্রাপ্ত ফলাফল

5.2. আলোচনা

5.3. উপংসহার

5.4. ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ

5.5. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

5.1 প্রাপ্ত ফলাফল ঃ

এই গবেষণায় ক্ষেত্র জরিপ (field survey) থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতে তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পতিতাপল্লীর নারীদের শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা অগ্রবর্তী তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এক নতুন ধরনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পতিতাপল্লীর নারীদের শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা। বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার প্রধান সিদ্ধান্ত সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষীকা তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে যে চলরাশিকে বিভক্ত করা হয়েছিল তাতে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করেছে ছেলে শিক্ষার্থীদের থেকে।

জাতিগত প্রভেদের দিক থেকে চলরাশিকে ভাগ করা হয়েছিল তাতেও দেখা গেছে যে OBC (A) অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা সবথেকে ভাল ফলাফল করেছে। তাদের থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে তপশিলী উপজাতি (S.T) ভুক্ত শিক্ষার্থীরা। আবার এদের থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে তপশিলী জাতি (S.C) ভুক্ত শিক্ষার্থীরা। সবথেকে খারাপ ফলাফল করেছে সাধারণ (G) ভুক্ত শিক্ষার্থীরা।

গবেষীকা ধর্মের ভিত্তিতে যে চলরাশিটি বিভক্ত করেছিলেন তার ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা সবথেকে ভাল ফলাফল করেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীদের থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে।

পরবর্তী চলরাশিটি হল মায়ের শিক্ষা। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যে শিক্ষার্থীদের মায়েরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের সন্তানরা ভাল ফলাফল করেছে কিন্তু যে সব শিক্ষার্থীদের মায়েরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত তারা তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মায়েদের সন্তানদের থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষীকা প্রশ্নের ভিত্তিতে যে ফলাফল পেয়েছে সেগুলি হল–

- প্রথম প্রশ্নে সব ছেলে ও মেয়ে বলেছে তাদের মায়েরা সব সময় তাদের পাশে থাকতে পারে না। তারা সবাই বলেছে তাদের মা-রা খুব কম সময়ই পাশে থাকে। অর্থাৎ পড়াশুনার সময় মায়ের সাহায্য তারা পায় না বললেই চলে।

- দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলেছে প্রত্যেকের পড়াশুনা করতে ভাল লাগে। অর্থাৎ পতিতাপল্লীর সন্তানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রবল। শুধুমাত্র একজন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে তার পড়াশুনা করতে একটু ভাল লাগে।

- তৃতীয় প্রশ্নে 6 জন ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা ইংরেজী পড়তে ভালবাসে আর 5 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা ইংরেজী পড়তে ভালবাসে। 3 জন ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা অংক করতে ভালবাসে কিন্তু কোনো মেয়ে শিক্ষার্থীর অংক ভাল লাগে না, এবং 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে ভালবাসে এবং 5 জন মেয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা পড়তে ভাল লাগে। তাই বলা যায় পড়াশুনার ক্ষেত্রে ইংরেজীর দিকে তাদের ঝোঁক বেশি। মাতৃভাষা বাংলা ও অংকের দিকে তাদের আগ্রহ কম।

- চতুর্থ প্রশ্নে পড়াশুনা ছাড়া সহ-পাঠক্রমীক কার্যাবলীতে 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 3 জন মেয়ে শিক্ষার্থী যাদের সঙ্গীত পছন্দ। নৃত্য ভালবাসে 2 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 4 জন মেয়ে শিক্ষার্থী। অঙ্কন ভালবাসে 7 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 3 জন মেয়ে শিক্ষার্থী। অর্থাৎ দেখা গেছে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের অঙ্কনের প্রতি ঝোঁক বেশি। বাকি যে আরো সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী আছে সেগুলি তাদের সেই ভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি।

- পঞ্চম প্রশ্নে 8 জন ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে তাদের বিদ্যালয়ে বন্ধুরা প্রত্যেকের সাথে ভাল আচরণ করে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের সবাই বলেছে যে বন্ধুরা তাদের সাথে ভাল আচরণ করে। শুধু মাত্র 2 জন ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে যে বিদ্যালয়ের বন্ধুরা তাদের সাথে একটু ভাল আচরণ করে। এটা থেকে প্রমাণ করা যায় যে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই তাদের বন্ধুদের থেকে ভাল আচরণ পেয়ে থাকে। বন্ধুদের থেকে খারাপ আচরণ তারা পায় না কেউই।

- ষষ্ঠ প্রশ্নে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের প্রতি যে ভাল আচরণ করে এটি সবাই বলেছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও ভাল ফলাফলের পেছনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়।

- সপ্তম প্রশ্নে তাদের পড়াশুনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে 5 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 6 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে তাদের ফলাফল ভাল হয়। বাকি 5 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 4 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে তাদের ফলাফল একটু ভাল হয়।

- অষ্টম প্রশ্নে বিদ্যালয়ে তাদের আর কি কি শেখান হয় তা জানতে চাওয়া হলে 7 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 4 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে হাতের কাজ, 2 জন

ছেলে শিক্ষার্থী এবং 6 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে খেলাধূলা এবং একজন মাত্র ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে আবৃত্তি শেখান হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখার প্রতি একটা ঝোঁক আছে যাতে তারা এই কাজে দক্ষতা লাভ করে ভবিষ্যতে কোনো পেশায় নিযুক্ত হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

- নবম প্রশ্নে কোনো আর্থিক সাহায্য পায় কিনা জানতে চাওয়া হলে 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 5 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানিয়েছে যে তারা আর্থিক সাহায্য পায়। বাকি 9 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 5 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানিয়েছে তারা কোনো আর্থিক সাহায্য পায় না। সুতরাং মেয়েদের ক্ষেত্রে অর্ধেক সংখ্যক মেয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য পেলেও শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থীরা আর্থিক সাহায্য পায় না।

- দশম প্রশ্নে বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে 4 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 6 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানায় তাদের বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া হয়। বাকি 5 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 4 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানায় তাদের বিদ্যালয়ে একদমই খাবার দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র একজন ছেলে শিক্ষার্থী জানায় তাদের বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে খাবার দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে দেখা গেছে যে কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খাবার দেওয়া হয় আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খাবার দেওয়া হয় না।

- একাদশ প্রশ্নে পড়াশুনায় তাদের মায়েরা কতটা তাদের উৎসাহ দেয় তা জানতে চাওয়া হলে সব ছেলে ও মেয়ে (20 জন) শিক্ষার্থীরাই জানায় যে পড়াশুনা মায়েরা তাদের খুবই উৎসাহ দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে মায়েরাও চায়

তাদের সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক। এবং মায়েদের এই উৎসাহ বাচ্চাদের ভাল শিখন ফলাফলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

- দ্বাদশ প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের থেকে তাদের মায়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন তা জানতে চাওয়া হলে 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 1 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানায় যে তাদের মায়েরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। বাকি 9 জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং 9 জন মেয়ে শিক্ষার্থী জানায় তাদের মায়েরা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ বলা যায় পতিতাপল্লীর বেশির ভাগ মায়েরাই অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত।

গবেষীকা গবেষণার সুবিধার জন্য শুধু বদ্ধ প্রশ্নগুচ্ছ করেননি। কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন মুক্ত প্রশ্নগুচ্ছ হিসাবে। যাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা কি, কেন পড়াশুনা করতে চায় ও মায়ের সাথে কতটা সময় থাকতে পারে সে বিষয় গবেষীকা জানতে পারে। তাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন শিক্ষার্থী তাদের বিভিন্ন মতামত প্রদর্শন করেছে।

- প্রথম মুক্ত প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তারা পড়াশুনা কেন করতে চায়। আর উত্তরে সবাই এক বাক্যে উত্তর দিয়েছে যে তারা বড় হয়ে স্বনির্ভরভাবে কিছু করতে চায়। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই একটাই চিন্তাধারা বড় হয়ে মূল ধারার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সাধারণ ছেলে-মেয়েদের মত তারাও সমাজে মাথা উঁচু করে নিজস্ব পরিচয়ে বাঁচতে চায়। অর্থাৎ তাদের এই অপমানিত, লাঞ্ছিত, পিছিয়ে পড়া, অন্ধকারময় জীবন থেকে বেরিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন তারাও দেখে, এবং সেটিকে বাস্তবায়িত করতে চায়।

- দ্বিতীয় মুক্ত প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তারা বড় হয়ে কি হতে চায়। তাতে দেখা গেছে যে 5 জন মেয়ে শিক্ষার্থী এবং 1 জন ছেলে

শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা ডাক্তার হতে চায়। ছোটো থেকেই তারা দেখে এসেছে চিকিৎসার কোনো সুযোগ-সুবিধা তারা সেভাবে পায় না। নিজেদের মায়েদের বা আশে-পাশে দেখেছে জটিল অসুখে ভুগতে বা বিনা চিকিৎসায় ওই ভাবেই দিন কাটাতে। সুতরাং তারা চায় বড় হয়ে এই সব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ও চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে।

3 জন ছেলে Football player হতে চায়। অর্থাৎ পড়াশুনার চেয়ে তাদের কাছে বেশি আকর্ষণের জায়গা হল Football খেলা। সুতরাং তারা স্বপ্ন দেখে নিজেদের Football player হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে।

3 জন মেয়ে শিক্ষার্থী এবং 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী বলেছে তারা Police Officer হতে চায়। অর্থাৎ তাদের যে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলির সম্মুখীন প্রতিদিন হতে হয়, যেভাবে অত্যাচারিত হয় বিশেষ করে চোখের সামনে দেখে তাদের মায়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে সেটা থেকে তারা এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে চায়।

2 জন ছেলে শিক্ষার্থী বাস্তকার অর্থাৎ Engineer হতে চায়। অর্থাৎ তাদের স্বপ্ন হল Engineering পাশ করে কোনো ভাল চাকুরী করে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।

2 জন ছেলে এবং 1 জন মেয়ে শিক্ষার্থী বলেছে যে তারা নৃত্যশিল্পী হতে চায়। অর্থাৎ পড়াশুনার থেকে তাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় নৃত্য। সেটি করতে তারা ভালবাসে এবং নিজেদেরকে নৃত্যশিল্পী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

বাকি 2 জন শিক্ষার্থীর 1 জন ছেলে শিক্ষার্থী যে শিক্ষক এবং 1 জন মেয়ে শিক্ষার্থী যে সাংবাদিক হতে চায়। ছেলে শিক্ষার্থীটির মনে হয়েছে তাদের মত বাচ্চাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের শিক্ষা প্রদান করে সে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে

তুলবে। যাতে করে অন্যান্য বাচ্চারা শিক্ষার অভাব না পায় এবং শিক্ষার আলোয় আসতে পারে। মেয়ে শিক্ষার্থীটি মনে করে সাংবাদিকতার মাধ্যমে, তারা যে প্রতিনিয়ত অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছে সেগুলি সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবে।

- তৃতীয় মুক্ত প্রশ্নে যখন শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তারা মায়ের সাথে কতটা সময় থাকতে পারে তাতে সবাই জানিয়েছে, যেটুকু সময় মা কাজে ব্যাস্ত থাকে সেইটুকু সময় বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ সময়ই তারা মায়ের কাছেই থাকে। অর্থাৎ যৌনকর্মীদের সন্তানদের কাছে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের প্রভাব খুব বেশি নেই। তার পুরটাই মায়ের ওপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত সন্তানদের ওপর মায়ের প্রভাবই সব থেকে বেশি।

গবেষীকা যেহেতু দুর্বারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তাই দুর্বারের প্রতিষ্ঠাতা তথা বর্তমানে দুর্বারের সম্পাদক Dr. Smarajit Jana Sir-এর সাথেও কথা বলেছিলেন সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে। সেখানে গবেষীকা জানতে পারে প্রথম দিকে বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো মুশকিল হত কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা অনেকটা কমেছে। বাচ্চারা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং পড়াশুনয় আগ্রহী হচ্ছে এবং শিক্ষার বিষয়ে মায়েদেরও উৎসাহ বাড়ছে। এই সমস্ত বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য তারা নানান ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে এই সমস্ত বাচ্চারা আরো বেশি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুর্বার বাচ্চাদের সুস্থ পরিবেশে থাকার জন্য দুটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে। এছাড়াও একটি সাংস্কৃতিক শাখা "কমল গান্ধার" নির্মাণ করেছেন। যেখানে নাচ, গান, নাটক, মুকাভিনয় সবকিছু শেখান হয় বাচ্চাদের। যেখানে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও তারা সহ পাঠক্রমীক কার্যাবলীর প্রতিও যথেষ্ট জোর দেন।

যেগুলি বর্তমান দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশুনার পাশাপাশি এই সহ পাঠক্রমীক কার্যাবলীও বাচ্চাদের বড় হওয়া, সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলার পেছনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী বাচ্চাদের সামনে আরো কিছু পথ খুলে দেয় সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। দুর্বার ছেলেদের জন্য তিনটি ও মেয়েদের জন্য একটি Football Team তৈরী করেছে। যেখানে একটি 10 বছর, একটি 13 বছর এবং একটি 15 বছর পর্যন্ত ছেলেদের জন্য নিয়ে গঠিত। তিনি জানিয়েছেন ছেলেরা Football-এ যথেষ্ট আগ্রহী।

5.2 আলোচনা ঃ

'সকলের জন্য শিক্ষা' শব্দটি সারা ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে একটি পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনে বিভিন্ন ভাবে তার পরিপূর্ণতা দান করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন–কোঠারী কমিশন, জাতীয় শিক্ষা নীতি, এমনকি 2000 সালে 'সর্ব শিক্ষা' মিশন নামে ভারত সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। যে প্রকল্পটির অর্থ সাহায্য আসে UNESCO থেকে। এছাড়াও UNICEF, UNDP, DFID এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর আর্থিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। তা সত্বেও 2019 সালে এসেও দেখা যাচ্ছে যে পতিতাপল্লী নারীদের শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কোনো সচেতনতা বোধ নেই। এমনকি গবেষীকার তথ্য থেকে যে পরিসংখ্যান আমরা পাই তাতে গবেষীকা দেখেছেন যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান যেমন উন্নত নয়, তেমনি তাদের পারদর্শিতাও তেমন ভাল নয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে একটু উন্নতি ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। গবেষীকা আরও মনে করেন যে দুর্বার যদি তাদের এই পদক্ষেপ না গ্রহণ করত তাহলে সোনাগাছি অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যেটুকু উন্নতি লাভ করছে ও পারদর্শিতা দেখাচ্ছে সেটুকুও হয়ত সম্ভব হত না। তাই গবেষীকা মনে করেন ভারত সরকার ও

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি দুর্বারের মত তাদের পদক্ষেপগুলি আরো সুন্দর ও সুনিপুণভাবে পরিচালনা করে তাহলে এই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনাময় দিককে হয়ত তুলে ধরা সম্ভব হবে।

ভারত সরকার 2009 সালে শিক্ষার অধিকার আইনের মাধ্যমে 6–14 বছর পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও শিক্ষার গুণগত মানের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। তার জন্য জাতীয় স্তরের পাঠ্যক্রম, জাতীয় সংস্থা, বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রজরিপে (Survey) করা হয়, 'Pratham' NGO-এর নেতৃত্বে ASER জরিপে (Survey) এবং National Achievement Survey (MHRD-2016)-এ বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে শিক্ষার মান ও সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হওয়ার পরও গবেষীকা যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায় আইনটি শুধু আইন-ই থেকে গেছে তা বলবৎ হয়নি। যদি হত তাহলে এই শিশুরা নিরক্ষণ থাকত না বা তাদের শিক্ষার মানের আরও বেশি উন্নয়ন ঘটান সম্ভব হত। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগে তাদের বিভিন্ন ভাবে যেমন–সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটান যেত তাহলে এই শিক্ষার্থীরা স্কুলছুট বা drop-out ও অন্যান্য কোনো খারাপ পথে পরিচালিত হত না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হল শিক্ষা। আর সেই শিক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারলে তাদের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ঘটান সম্ভব হবে বলে গবেষীকা মনে করেন।

5.3 উপসংহার ঃ

বর্তমান গবেষণায় গবেষীকা ক্ষেত্র জরিপের (field survey) মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক ভাল ছেলেদের থেকে।

তবে এই মেয়েদের মধ্যে যারা OBC(A) অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সমস্ত মেয়েরা বেশি ভাল ফল করেছে।

এই মুসলমান মেয়েদের থেকে একটু খারাপ ফলাফল করেছে তপশিলী উপজাতিভুক্ত (ST) শিক্ষার্থীরা। এদের থেকে আরেকটু খারাপ ফলাফল করেছে তপশিলী জাতিভুক্ত (SC) শিক্ষার্থীরা। আর সব থেকে খারাপ ফলাফল করেছে সাধারণ (G) শিক্ষার্থীরা। এর থেকে আমরা বলতে পারি জাতিগত প্রভেদ শিক্ষার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

গবেষীকা যে তথ্য পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের ভিত্তিতেও যে বিভাজন তৈরী করা হয়েছিল তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের থেকে অনেক ভাল ফল করেছে। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে যে চলরাশিকে ভাঙ্গা হয়েছিল তা বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

গবেষীকা যে তথ্য পেয়েছেন তাতে যে সমস্ত মায়েরা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের ছেলে-মেয়েরা অষ্টমমান পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মায়েদের ছেলে-মেয়ের থেকে ভাল ফলাফল করেছে। অর্থাৎ এই তথ্য থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে মায়ের শিক্ষা পতিতাপল্লীর নারীদের শিশুদের শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পরিশেষে গবেষীকা মনে করেন এই শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়ন যদি করতে হয় ও সবাইকে যদি শিক্ষার আলোয় আনতে হয় তাহলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের

প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক উন্নয়ন ঘটান সম্ভব। তা নাহলে এই শিক্ষার্থীরা সারা জীবনই অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতারিত হতেই থাকবে। তাদের সামাজিক মর্যাদাবোধ বলে কিছু থাকবে না। এমনকি মানুষ হিসাবে ও সমাজের অংশ হিসাবে তারা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

5.4 ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ ঃ

বর্তমান গবেষণাটি এখানেই শেষ নয়, কারণ এটি একটি শিক্ষার মান উন্নয়ণের চলমান প্রক্রিয়া। তাই এই গবেষণাটি একটি প্রাথমিক সোপান বলা চলে। সুতরাং পুনরায় এর অন্যান্য আরো অনেক মাত্রা ও চলরাশি নিয়ে কাজ করা সম্ভব। যদি কোনো গবেষক আরো নতুন নতুন পরিমাপক যন্ত্র (tools) ব্যবহার করে কাজ করতে চায় তা করা যাবে। কিংবা যদি কোনো গবেষক নতুন কোনো অত্যাধুনিক রাশি বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ (Statistical Analysis) ব্যবহার করে গবেষণা করে তাহলে তা করা সম্ভব। আর আজকের দিনে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘সবার জন্য শিক্ষা’-র মান উন্নয়নের যে কথা বলছেন তার নিরীক্ষে এই গবেষণাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই গবেষীকা মনে করেন যে বর্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক উন্নয়ণের ক্ষেত্রে এই গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

5.5 গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

- এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে কোলকাতার একটি পতিতাপল্লীর (সোনাগাছি) পতিতা নারীদের সন্তানদের নিয়ে, যেটি কখনই সমস্ত পতিতাপল্লীর সন্তানদের শিক্ষার সমগ্র চিত্র তুলে ধরতে পারবে না।
- সমগ্রক থেকে মাত্র 20 জন নমুনা নিয়ে এখানে কাজ করা হয়েছে। সুতরাং মসগ্র চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়।
- একানে 16 বছর পর্যন্ত সন্তানদের শিক্ষাকে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারটি একানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।
- একানে পতিতা নারীদের সন্তানদের শিক্ষাটুকুই তুলে ধরা হয়েছে। ফলে তাদের জীবনের বাকি দিকগুলি এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।
- গবেষণার ক্ষেত্রে সময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই গবেষণায় সময় কম থাকায় সমস্ত দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়নি গবেষীকার পক্ষে।

BIBLIOGRAPHY

1. *Methodology of Educational Research* – Lokesh Koul (fourth edition), PP : 204-272, 305-393.

2. *Research Methodology & Statistics in Education* – Prof. (Dr.) Subhash Ch. Chakrabarty, Dr. Subhas Chandra Bhat. PP : 48-117, 152-174.

3. *মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপন ও পরিসংখ্যান*–নীহার রঞ্জন সরকার, PP : 280-288.

4. *শিক্ষামূলক গবেষণা (Educational Research)*–মোঃ জাকির হোসেন। PP : 29-51, 132.

5. *Social Research Methods 4th edition* – Alan Bryman. PP : 44-78, 159-207.

6. Adhikari, H, (2007). Growing up in adverse milieu : Education and occupations of sex workers' children. *Indian Journal of Social Work,* PP : 68(2), 282-307.

7. Alauddin, M. (2005). Widespread of AIDS in Bangladesh is a must, if we fail to prevent of spreading HIV Virus. Retrieved on 9th July, 2012.

8. Beard, J., Biemba, J., Brooks, M. I., Costello, J, Ommerborn, M, Bresnahan, M, Flynn, D., & Simon, J. L. (2010). Children of female sex workers and injection drug users: a review of vulnerability, resilience, and family-centered models of care, *Journal of the International AIDS Society.* 13 (Suppl 2):S6.

9. Bera, (2011). Ethical guidelines for educational research. London: British Educational Research Association.

10. Billah, M. (2012). Socio-demographic configuration of the sex labour trade in Bangladesh: Income expenditure portfolio of the sex workers. OIDA *International Journal of Sustainable Development,* PP : 4(9), 51-62.

11. Barnard, M. A. (1993). Violence and vulnerability: conditions of work for street working prostitutes. *Sociology of Health & Illness,* PP : 15(5), 683- 705.

12. British Psychological Society. (1995). Ethical principles for conducting research with human participants. The Psychologists, PP : 6(1), 33-35.

13. Beard, J., Giemba, G., Brooks, ML, Costello, J., Ommerborn, M., Bresnahan, M., & Simon, J. L. (2010). Children of female sex workers and drug users: A review of vulnerability, resilience and family-centred models of care. *Journal of the International AIDS Society,* 13(Suppl. 2:S6), S6. PP : 1186/1758-2652-13-S2~S6

14. Bletzer, K. V. (2005). Sex workers in agricultural areas: Their drugs, their children. *Culture Health & Sexuality,* PP : 7, 543-555

15. Baral, S, Beyrer, C, Muessig, K et al. Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: asystematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis*. 2012; 12: PP : 538-549

16. Chege, M.N., Kabiru, E.W., Mbithi, J.N..& Bwayo, J.J. (2002). Childcare practices of commercial sex workers. *East African Medical Journal,* PP : 79,382-389. doi:10.4314/eamj.v79i7.8844

17. Deisher, R., Farrow, J., Hope, K., & Litchfield, C. (1989). The pregnant adolescent prostitute. *American Journal of Diseases of Children,* PP : 143, 1162-1165.

18. Jena, M. (2010, 17 February), INDIA : Education as empowerment tool for children of sex workers. Inter Press Service (News Agency). Retrieved on 9th July, 2012.

19. Ling B. Growing up in the Brothel. Save the Children ; Sweden ; 2001.

APPENDIX

1. শিক্ষার্থীর নাম –
2. বয়স –
3. শ্রেণী –
4. লিঙ্গ – ছেলে / মেয়ে
5. ধর্ম –
6. জাতি – G / SC / ST / OBC (A) / OBC (B)
7. পড়াশুনা করতে ভাল লাগে – হ্যাঁ / না / একটু ভাল লাগে।
8. কোন বিষয় তার ভাল লাগে – অংক / ইংলিশ / বাংলা বা হিন্দি।
9. পড়াশুনা ছাড়া আর কি করতে ভাল লাগে – নৃত্য / সঙ্গীত / অঙ্কন।
10. বন্ধুরা কেমন আচরণ করে – ভাল / খারাপ / একটু ভাল।
11. শিক্ষক-শিক্ষিকা কেমন আচরণ করেন – ভাল / খারাপ / একটু ভাল
12. ফলাফল কেমন হয় – ভাল / খারাপ / একটু ভাল।
13. বিদ্যালয়ে আর কি কি শেখান হয় – খেলাধূলা / আবৃত্তি / অঙ্কন ও অন্যান্য হাতের কাজ।
14. কোনো আর্থিক সাহায্য পাও কি – হ্যাঁ / না / সামান্য।
15. বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া হয় – হ্যাঁ / না / মাঝে মাঝে।
16. পড়াশুনায় মা কতটা উৎসাহ দেয় – সব সময় / একেবারেই না / মাঝে মাঝে।

17. পড়াশুনার সময় মা কতটা পাশে থাকে – সব সময় / একেবারেই না / মাঝে মাঝে

18. মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা – অষ্টম শ্রেণী / মাধ্যমিক / উচ্চশিক্ষা

19. পড়াশুনা কেন করতে চাও ?

20. বড় হয়ে কি হতে চাও ?

21. মায়ের সাথে কতটা সময় থাকতে পার ?